ইত্তেফাক

তারিখ ২৭।১।৮০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

174

টেক্সট বুক বোর্ড সমীপে

চলতি বৎসর ডাকঘরের মাধ্যমে বোর্ডের বই বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কি কি বই বিতরণ করা হইবে অথবা কি কি বই বদলানো হইল, তাহা স্কুলসমূহ আজও সুস্পষ্টভাবে জানিতে সক্ষম হয় নাই। গ্রামের অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। তাহারা প্রতি বৎসর অর্ধেক মূল্যে বা দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যে উপরের শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীর নিকট হইতে পুরাতন বই ক্রয় করিয়া থাকে। এই বৎসর বোর্ডের কি কি বই বদলানো হইল—তাহা এখনও না জানিতে পারায় ছাত্র/ছাত্রীগণ নূতন বা পুরাতন কোন বই ক্রয় করার ভরসা পাইতেছে না। ১৯৭২ ইং সনের পূর্ব পর্যন্ত টেক্সট-বুক বোর্ড প্রতি বৎসর শিক্ষা বর্ষের শুরুতে প্রতিটি হাইস্কুলে বুকলিষ্ট পাঠাইত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই চিরাচরিত নিয়মের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিগত বৎসরসমূহে স্কুলে বুকলিষ্ট না পাঠাইলেও ছাত্র-ছাত্রীগণ নানা অসুবিধা স্বীকার করিয়া বইয়ের দোকান হইতে স্ব স্ব শ্রেণীর বই-এর নাম জানিয়া সুবিধামত নূতন বা পুরাতন বই ক্রয় করিত। কিন্তু এই বৎসর বই-এর দোকানে বুকলিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সঠিক কিছুই বলিতে পারে না। ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে বুকলিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা কিছুই জানে না—বলে। বই বন্টনকারী পোষ্ট অফিসসমূহ কোন কোন গ্রামীণ এলাকা হইতে এতদূরে যে সেখানে বুকলিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে যাইতে হইলে স্থানভেদে একজন ছাত্রকে ত্রিশ/চল্লিশ টাকা যাতায়াত খরচ হিসাবে ব্যয় করিতে হইবে। শিক্ষকগণকে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের) বইয়ের তালিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা এই বিষয়ে কিছুই জানেন না—বলেন। এমতাবস্থায় একজন দরিদ্র অভিভাবক বা ছাত্র স্থানীয়ভাবে কি কি পুরাতন বই সংগ্রহ করিবে আর কি কি নূতন বই-এর জন্য 'পরিচয়পত্র' নিয়া ডাকঘরে যাইবেন—টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট আমাদের ইহাই জিজ্ঞাসা। এদিকে নূতন শিক্ষাবর্ষের এক মাস শেষ হইয়া যাইতেছে।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন, অবিলম্বে প্রত্যেক হাইস্কুলে বুকলিষ্ট পাঠানো হউক এবং ভবিষ্যতে প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি উচ্চবিদ্যালয়ে পরবর্তী বৎসরের বইয়ের তালিকা পাঠানোর ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে নেওয়া হউক।

—মোঃ সহিদ উল্লাহ, গ্রাম প্রধান, দৈয়ারা ও কান্দিরপাড়, পোঃ খিলাবাজার, থানা শাহরাস্তি, জেলা কুমিল্লা।